পেট্রোবাংলায় অধ্যাপক বদরুল ইমাম

জামালগঞ্জের কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরের চেষ্টা করা উচিত

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেছেন, জামালগঞ্জ ক্ষেত্রের কয়লা গ্যাসে রূপান্তর করে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই উদ্যোগ বর্তমান জ্বালানি সংকট নিরসনে কাজে না এলেও ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তায় এর নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

অধ্যাপক ইমামের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, সরকার জ্বালানি খাত উন্নয়নের চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি কয়লা গ্যাসে রূপান্তর করে ব্যবহারের বিষয়েও কাজ শুরু করবে।

কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত বদরুল ইমাম সম্প্রতি দেশে এসেছেন। এই সুযোগে কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তর করে ব্যবহারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে ওই বক্তৃতার আয়োজন করে পেট্রোবাংলা। গতকাল রোববার পেট্রোবাংলা কার্যালয়ের মিলনায়তনে এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান হোসেন মনসুর স্বাগত বক্তব্য দেন। জ্বালানি বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন ও পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনও বক্তব্য দেন।

অধ্যাপক ইমাম বলেন, কয়লা তোলার প্রচলিত দুটি পদ্ধতির (ভূগর্ভস্থ ও উন্মুক্ত) একটিও এ দেশে অনুসরণ করা আর্থিক, পরিবেশগত ও সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠিন। ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা তোলা আর্থিকভাবে লাভজনক নয়। অপরদিকে, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলা লাভজনক হলেও এ দেশের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব এত বড় হয়ে উঠতে পারে।

বদরুল ইমাম বলেন, ভূগর্ভস্থ ও উন্মুক্ত পদ্ধতি ছাড়া আরও দুটি পদ্ধতি এখন কারিগরি, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হচ্ছে। এর একটি কোল বেড মিথেন (সিবিএম), অন্যটি আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন (ইউসিজি)। তিনি বলেন, সিবিএম পদ্ধতিতে কয়লা তোলা কিংবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কয়লার কোনো ব্যবহার হয় না। কেবল কয়লা খনিতে যে মিথেন গ্যাস থাকে সেটা তুলে আনা হয়। এর পরিমাণ খুব বেশি হয় না। আর ইউসিজি পদ্ধতিতে কোনো কয়লা খনির ভিতরে অক্সিজেন ও তাপ ঢুকিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে আগুন জ্বালানো হয়। এর ফলে সৃষ্ট গ্যাস অন্য পাইপ লাইন থেকে তুলে এনে ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক ইমাম বলেন, ইউসিজি পদ্ধতিতেও ভূমি ধস হয়। তবে খনির গভীরতা যত বেশি হবে ক্ষতি তত কম হবে। সে জন্যই সাধারণত বেশি গভীর খনিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে জামালগঞ্জের খনির গভীরতা ৬০০ থেকে এক ১০০ মিটার। তাই এই খনিতে ইউসিজি পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

গানম্যান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	উচ্চতা	বিশেষ যোগ্যতা	বেতন
গানম্যান	কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাশ	২৫ হইতে ৬০ বৎসর	৫ ফুট ৫ ইঞ্চি	রাইফেল/বন্দুক ও বৈধ লাইসেন্সের অধিকারী	৯,০০০+ওভারটাইম

এলিট সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ, গাজিপুর (সফিপুর, কালিগঞ্জ) লক্ষীপুর (রামগঞ্জ, চন্দ্রগঞ্জ, রায়পুর) শরীয়তপুর (নড়িয়া), মাদারীপুর, বরিশাল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ (বেলকুচি) নারায়নগঞ্জ, (ফতুল্লা) নোয়াখালী, (চৌমুহনী, সোনাইমুড়ি), ফেনী, (দাগনভূইয়া) মুন্সীগঞ্জ, (শ্রীনগর, বালিগাঁও) কুমিল্লা, (লাকসাম) ও রামচন্দ্রপুরের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধায় জরুরী ভিত্তিতে গানম্যান নিয়োগ করা হবে। *যাদের লাইসেন্স আছে অস্ত্র নাই তারাও যোগাযোগ করতে পারেন।*

আমাদের বৈশিষ্ট্য ঃ ৩০ দিনের মাথায় বেতন ও ওভার টাইম একত্রে পরিশোধ,বিকল ভাতা,গোফ ভাতা, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, কোম্পানীর পলিসি অনুযায়ী পূর্ণ বেতনে বৎসরে ১২ দিন ছুটি, চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ,প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রুপ ইন্সুরেন্স, যাদের লাইসেন্স আছে অস্ত্র নাই তাদেরকে কোম্পানী থেকে লোনের মাধ্যমে অস্ত্র ক্রয়ের সুবিধা প্রদান।

আগ্রহী প্রার্থীগণ ৪ কপি রঙ্গিন ছবি, চেয়ারম্যান/কমিশনার প্রদত্ত মূল সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র, শিক্ষাগতযোগ্যতার সার্টিফিকেট, লাইসেন্সসহ বন্দুক/রাইফেল এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন/পাসপোর্টের ফটোকপিসহ (যদি থাকে) সরাসরি যোগাযোগ করুন। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার। **প্রতিদিন ভর্তি করা হয়।**

ELITE FORCE
Elite Security Services

এলিট সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ
এলিট টাওয়ার, বাড়ী # ৩, রোড # ৬এ, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
ফোনঃ ৮৮২৬৬৩৬, ৮৮২৬৬৮৩, ৮৮২৬৬৮৬,৮৮২১২৮৯, ৮৮২৬৯১২
মোবাইলঃ (ঢাকাঃ ০১৭১১-৬১৯৩৮৫) (চট্টগ্রামঃ ০১৮১৯-৮১৪৯৯৯), (সিলেটঃ ০১৭১৩-২৪২৩৩০)

কয়লাসম্পদ ■ বদরুল ইমাম

উন্মুক্ত খনি, ভূগর্ভস্থ খনি নাকি গ্যাসীকরণ

দেশের বর্তমান জ্বালানির সংকট যে একতরফে গ্যাস দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়, এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। আর ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদাকে বিবেচনায় আনলে বহু ধারার জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতার অপেক্ষা রাখে না। দেশে গ্যাস ছাড়া অপর যে জ্বালানি ফসলের উল্লেখযোগ্য মজুদ আবিষ্কার হয়েছে, তা হলো কয়লা। উত্তরবঙ্গে ১৯৯২ সালে জামালগঞ্জে প্রথম বিরাট কয়লা মজুদ আবিষ্কারের পর আজ অবধি দিনাজপুর-রংপুর এলাকায় আরও চারটি বড় আকারের কয়লার মজুদ আবিষ্কার হয়। এর মধ্যে কেবল দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লার খনিতে ২০০৫ সাল থেকে সীমিত আকারে কয়লা উৎপাদন হচ্ছে। জ্বালানি-সংকটের এ দুর্দিনে দেশের কয়লা সম্পদকে ব্যাপকভাবে উত্তোলন করার কর্মপন্থা নেওয়া বা না-নেওয়ার বিষয়টি কেবল প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ক্ষেত্রবিশেষে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়। আর এ বিতর্কে দুটি পক্ষ তাদের নিজ অবস্থান ছাড়তে নারাজ। একপক্ষ মত প্রকাশ করে যে কয়লা সম্পদকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি নির্মাণ করা প্রয়োজন, যাতে করে ৯০ শতাংশ কয়লা সহজেই উত্তোলন করা যাবে এবং এ পন্থায় দেশের জ্বালানির সংকট বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে। তাই এখনই উন্মুক্ত কয়লা খনি নির্মাণ জরুরি। অপর পক্ষ বলছে যে উন্মুক্ত খনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন সম্ভব বটে, কিন্তু তার ফলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের যে সমূহ ক্ষতি হবে, তা মেটানোর কোনো উপায় নেই। তাই উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা খনি বাংলাদেশের জন্য অতিবর হবে। সুতরাং উন্মুক্ত কয়লা খনি করা হবে না।

কয়লা খনি নির্মাণের আগে যেকোনো দেশেই পক্ষে-বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তাই বাংলাদেশে উপরিউক্ত বিতর্ক যে অপ্রত্যাশিত, তা নয়। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব অধিকতর এ কারণে যে একদিকে চরম জ্বালানির সংকট মেটাতে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার যেমন জরুরি, অন্যদিকে তেমন এ দেশের বিশেষ ভূপ্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশে উন্মুক্ত খনির মাধ্যমে ব্যাপক হারে কয়লা আহরণের সুযোগ সীমিত বা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণীত ও সর্বশেষ ২০০৫ সালে পেশ করা প্রস্তাবিত কয়লানীতির সূত্র পর্যে এ মত প্রকাশ করা হয় যে যেহেতু ১) বাংলাদেশের সব কয়লা মজুদ নরম উর্বর সমতল আবাদি জমির নিচে অবস্থিত, ২) এসব স্থান ঘন বসতিপূর্ণ, সেখানে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ অন্যতম প্রধান উপায়, ৩) সামগ্রিকভাবে এখন বিরাট অঞ্চলের কৃষিজমি কোনোটিই উর্বর জমিতে বা এ রকম জনবসতি এলাকায় নির্মাণ করা হয়নি।

ফুলবাড়ীতে কয়লা খনি স্থাপনের বিষয়ে যে প্রশ্নটি আলোচিত হতে দেখা যায় না তা হলো ফুলবাড়ী কয়লা আবিষ্কারক অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি বিএইচপি সেখানে কয়লা অনুসন্ধানের পর উন্মুক্ত খনি স্থাপন করেনি কেন? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাইনিং কোম্পানি বিএইচপির কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্য সর্বজন স্বীকৃত এবং এর খনি নির্মাণ কার্যক্রম বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদশালী দেশজুড়ে বিস্তৃত। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিএইচপি বাংলাদেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে কয়লা অনুসন্ধান করতে আসে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে ফুলবাড়ীতে কয়লা আবিষ্কারের পরে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনের প্রশ্নে বিএইচপি অগ্রসর হতে দ্বিধা করে। এর কারণ বিএইচপি মনে করে, ফুলবাড়ি এলাকার ভূপ্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশে ১০০ মিটারের বেশি গভীরতায় অবস্থিত কয়লা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে খনন করলে তা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে, যা কি না অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশসচিত্র মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। বিএইচপি মনে করে, কয়লাস্তরের গভীরতা ১০০ মিটারের কম বা কাছাকাছি হলে তবেই এ দেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপন সম্ভব। ফুলবাড়ীতে কয়লাস্তরের গভীরতা ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার। পরে বিএইচপি ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র এশিয়া এনার্জি কোম্পানির কাছে

> বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ জ্বালানি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশকে এখনই পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

আহরণ হবে তলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সামগ্রিকভাবে কতটা অর্থনৈতিক লাভ বয়ে আনবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আবার ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি যে পরিবেশের ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাও নয়। ইতিমধ্যে বড়পুকুরিয়া খনির ওপর ভূপৃষ্ঠে জমি দেবে যাওয়ার ফলে অনেক এলাকাজুড়ে ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে। সুতরাং একদিকে ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি নির্মাণের বিপাল ব্যয় ও তার বিপরীতে কয়লা মজুদের সামান্য অংশ উত্তোলন করার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য কয়লা খনির স্থাপনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ চালানোর জন্য মোক্ষম স্থান নয়। সম্প্রতি বিশ্বে কয়লা সরাসরি খনন করে ওঠানোর পরিবর্তে বিকল্পভাবে ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ (underground coal gasification বা সংক্ষেপে UGC)। এ পদ্ধতিতে কয়লা না উঠিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে কূপ খনন করে কয়লার স্তরে বাতাস বা অক্সিজেন ও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প ঢোকানো হয় ও উচ্চ তাপে তাদেরকে ভূগর্ভে প্রজ্বালন করা হয়। এর ফলে কয়লা থেকে একাধিক গ্যাস তৈরি হয়। যেমন হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি, যা কি না ওপর একটি কূপ খনন করে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হয়। আর এ গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, কলকারখানা ইত্যাদি চালানো যেতে পারে। ভূপ্রকৃতিতে বা সামাজিক পরিবেশের ওপর এ পদ্ধতির প্রভাব উত্তোলন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বিধায় এ পদ্ধতিটি সম্প্রতি বিশ্বে বহু দেশে বিশেষ করে পরিবেশবাদীদের আকর্ষণ কেড়েছে। বর্তমানে যদিও কয়লার গ্যাস উত্তোলনের এই পদ্ধতিটির বাণিজ্যিক প্রয়োগ ব্যাপক আকারে প্রচলিত হয়নি, পৃথিবীর অনেক দেশেই এ রকম প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু করার দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সে দেশে ২০০৭ সালে মাজুবা কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু এবং সে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে ক্ষমতা ১২০০ মেগাওয়াটে পৌঁছবে। কানাডার আলবার্টা ও সাস্কাচেওয়ান প্রদেশে দুটি কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু ও তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চালানোর প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। কানাডার এনগো এনার্জি কোম্পানি বাণিজ্যিক কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পরামর্শক ও অপারেটর হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তর করে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবি

বন্ধ গ্যাসকূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন এবং কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তর করে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

গতকাল মিরপুর এলাকায় পদযাত্রার আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কমিটির নেতারা এ দাবি জানান। বক্তারা বন্ধ ১২টি গ্যাসকূপ চালু, বিদেশি কোম্পানির আওতাধীন গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে অনুসন্ধান, গ্যাস-বিদ্যুতের লাইন মেরামত, বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সব কেন্দ্র মেরামত, ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সুযোগ দান এবং নতুন গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় সক্ষমতাকে সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান।

কমিটির আহ্বায়ক শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সদস্য সচিব অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ, কবীর বিশ্বাস প্রমুখ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি।

কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তর করে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সমস্যা সমাধানের দাবিতে গতকাল মিরপুরে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পদযাত্রা ■ প্রথম আলো

বিল গেটস

ওয়ারেন বাফেট

ভারত ও চীনের ধনীদের সম্পদ দানে আহ্বান জানাবেন গেটস-বাফেট

ভারত ও চীনের ধনী ব্যক্তিদের নিজ সম্পদ থেকে কমপক্ষে অর্ধেক দান করার আহ্বান জানাবেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই ধনকুবের বিল গেটস ও ওয়ারেন বাফেট। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের কোটিপতিদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর সম্পদ দান করার অঙ্গীকার আদায়ের উদ্যোগ নেন তাঁরা। এর অংশ হিসেবে ভারত ও চীনের ধনী ব্যক্তিদের কাছে এই অনুরোধ জানাবেন দুই ধনকুবের।

বাফেট এখন চার হাজার ৭০০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদের অধিকারী। বিশ্বের শীর্ষ কোটিপতিদের তালিকায় তিন নম্বর অবস্থানে আছেন তিনি। তিনি বলেন, '২০০৬ সালে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, পর্যায়ক্রমে আমি আমার বার্কশায়াক হ্যাথঅ্যাওয়ের সব সঞ্চয় জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোতে দান করব। তবে এ সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি। এখন বিল ও মেলিন্দা গেটস আর আমি মিলে যুক্তরাষ্ট্রের শত শত কোটিপতিকে কমপক্ষে অর্ধেক সম্পদ দাতব্য খাতে দান করার অঙ্গীকার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।' এএফপি।

গত অর্থবছর ২১৫ কোটি ডলারের সাহায্য এসেছে

অর্থ ও বাণিজ্য ডেস্ক

গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ ২১৫ কোটি ডলারের বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। কোনো অর্থবছরে এটাই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বৈদেশিক সাহায্য।

আবার গত অর্থবছরই বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ২৯৪ কোটি ৯১ লাখ ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। এটিও কোনো অর্থবছরে বিদেশি সাহায্যের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি। খবর ইউএনবির।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, গত অর্থবছর মোট বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৫৯ কোটি ৬৭ লাখ ডলার এসেছে অনুদান হিসেবে। বাকি অর্থ এসেছে ঋণ হিসেবে।

মোট ঋণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে। এডিবি গত অর্থবছর বাংলাদেশকে ১০৮ কোটি ২০ লাখ ডলার ঋণ দিয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে আছে বিশ্বব্যাংক। এই আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গেছে ৩৪ কোটি ৪৫ লাখ ডলার।

এরপর জাপান, কুয়েত, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি) থেকে ঋণ ছাড় পাওয়া গেছে, যথাক্রমে সাত কোটি ৮৫ লাখ ডলার, দুই কোটি ৯৮ লাখ ডলার, দুই কোটি ৫৭ লাখ ডলার এবং দুই কোটি সাত লাখ ডলার।

অন্যদিকে অনুদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এসেছে যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি থেকে। এই সংস্থা থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে ১০ কোটি ৭৪ লাখ ডলার।

এরপর যথাক্রমে ইউরোপীয় কমিশন, জার্মানি, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা থেকে যথাক্রমে আট কোটি ৩০ লাখ ডলার, সাত কোটি ডলার, পাঁচ কোটি ২৯ লাখ ডলার ও নয় কোটি ৫৮ লাখ ডলার।

ইআরডির সূত্রে অবশ্য এ-ও জানা গেছে, আরও কিছু সংস্থার সাহায্যের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। সেগুলো পাওয়া গেলে মোট সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়বে।

ইআরডির পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায়, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা বাবদ বাংলাদেশ ২০৬ কোটি ১৫ লাখ ডলার পেয়েছিল, যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

বিক্রয়

ফ্ল্যাট বিক্রয় : মোহাম্মদপুর শিয়ামসজিদ সংলগ্ন স্বর্ণকুঞ্জে ৮৫০, ১০৪৫, ১১২০, ১১৭৫, ১৩১০ রেডি ও ঋণসুবিধাসহ কিস্তিতে। সাতবাড়ী কনস্ট্রাকশন লি.। ৮১৪১৪৯৩, ০১৭৫১৭৭৫০১৫, ০১৮২৭৫৫০২৩০। মহাবু-৪১২০

রেডিফ্ল্যাট বিক্রয় : সিদ্ধেশ্বরীতে মাঠের পাশে ১৪৫৯ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি। মোবাইল: ০১১৯৫০১২০১৪, ০১১৯৫০১২০২০। মহাবু-৪১২১

প্লট বিক্রয় : বসুন্ধরার এ-ব্লকে দক্ষিণমুখী এখনি বাড়ি করার উপযোগী ৫কাঠা প্লট বিক্রি হবে। ০১১৯৫০১২০০৫, ০১১৯০০০৪৪১৫। মহাবু-৪১২২